যুগান্তর

তারিখ 12 JAN 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

মেট্রোরেলের রুট নিয়ে ঢাবি শিক্ষার্থীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

মাহমুদুল হাসান নয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে মেট্রোরেলের রুট নির্ধারণ করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। রুট পরিবর্তনের পক্ষে আন্দোলনকারীরা বলছেন, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও পরিবেশ নষ্ট করবে। অন্যদিকে একটি পক্ষ বলছে, এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। মেট্রোরেলের রুট নিয়ে আন্দোলন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মেট্রোরেলের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মেট্রোরেলের রুট করার প্রস্তাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 'মেট্রোরেলের রুট বদলাও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাও' নামের একটি ইভেন্টের মাধ্যমে রুট পরিবর্তনের পক্ষে আন্দোলনকারীরা ৭ জানুয়ারি রাজু ভাস্কর্যে এক মানববন্ধনের আয়োজন করেন। দলমত নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন। ওই মানববন্ধন থেকে আন্দোলনকারীরা জানান, তারা মেট্রোরেলের বিপক্ষে নন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য পরিবেশ রক্ষায় তারা কেবল রুট পরিবর্তন চান।

অপরদিকে আন্দোলনের শুরু থেকেই একটি অংশ মেট্রোরেলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'আশীর্বাদ' বলে উল্লেখ করছেন। তাদের দাবি, মেট্রোরেল হলে ঢাকার যে কোনো প্রান্ত থেকে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যাবে। এছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে পুরো রাজধানীবাসী এর সুফল ভোগ করবে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা 'সেক্রিফাইস' করতে সমস্যা কোথায়? রুট পরিবর্তনের পক্ষে ফেসবুক ইভেন্টের স ষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তাইসা তাশরীন যুগান্তরকে বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিন নেতার মাজার, ঢাকা গেট, দোয়েল চত্বর, রাজু ভাস্কর্যসহ এ ধরনের ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো হুমকির মুখে পড়বে। এছাড়া গবেষণাগারে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের যখন গবেষণা করা হয়, তখন সামান্য কম্পন তার ফলাফল বদলে দিতে পারে। ফলে এলাকাটি গবেষণা অনুপযোগী হয়ে যাবে। কার্জন হলের পাশে থাকা উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের দুষ্প্রাপ্য গাছপালার সংগ্রহশালা নষ্ট হবে। তিনি আরও বলেন, পুরো প্রকল্পটি মূল সড়ক দিয়ে করা হচ্ছে। কিন্তু শাহবাগ এসে সেটি মূল সড়কে না গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় প্রবেশ করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এ এলাকার রাস্তা সংকুচিত হবে। রাস্তা খুব বেশি বড় করা যাবে না। বড় করলেও আশপাশের ঐতিহাসিক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ফরিদুল আহসান সৌরভ যুগান্তরকে বলেন, আমরা অবশ্যই চাই মেট্রোরেল হোক। কিন্তু সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে না হয়ে বিকল্প রুটে হোক। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযুদ্ধের 'জীবন্ত জাদুঘর'। মেট্রোরেল হলে বহিরাগতদের যাতায়াত বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ এলাকাটির পরিবেশ নষ্ট হবে। এছাড়া যে রুটে মেট্রোরেল হচ্ছে এ এলাকায় বইমেলা, পহেলা বৈশাখে শোভাযাত্রাসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠান বাধাগ্রস্ত হবে।

মেট্রোরেলের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের একাধিক ছাত্র বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। অতীতে দেশের সব সমস্যার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এগিয়ে এসেছে। যেহেতু ঢাকায় যানজট অসহনীয় অবস্থা ধারণ করেছে তাই এর সমাধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুট ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সহজ যাতায়াত, যানযটমুক্ত পরিচ্ছন্ন শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষায় গতিশীলতা ও আধুনিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে অবশ্যই মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী যুগান্তরকে বলেন, যারা মেট্রোরেলের রুট পরিবর্তন নিয়ে আন্দোলন করছে, তাদেরও কিছু যুক্তি আছে। তবে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে মেট্রোরেলের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে। ভিসি অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক যুগান্তরকে বলেন, মেট্রোরেল হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এর সুফল ভোগ করতে পারবে। প্রকল্পটিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। ফলে আশা করছি এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হবে না।